দৈনিক সংবাদ

89

তারিখ ... JUL 11 1998 ...
পৃঃ 4 কলাম 5

# বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আবার উত্তেজনা

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যেন এক ভয়ঙ্কর দৈত্যে পেয়েছে। কোন মতেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখা যাচ্ছে না। বিগত দেড় দশকে দেশে ছাত্র রাজনীতির নামে যে অনাকাঙ্ক্ষিত দৈত্য বিকাশলাভ করেছে, সেই দৈত্যের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং এর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অক্ষমতা প্রদর্শনই যেন একমাত্র ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র রাজনীতির এই দৈত্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে হানা দিচ্ছে।

গত ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক স্নাহাবুদ্দিন লাল্টু সমর্থকদের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তেজনা চলছিল। এই বেহুদা উত্তেজনার উত্তাপ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেই উত্তপ্ত করে তুলেছিল। ওইদিনের ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ওদিকে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বিরোধে সলিমুল্লাহ হলে ভাঙচুর হয়েছে গত রোববার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কৃত ও বহিরাগতদের হল ছাড়তে বলেছেন এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ২০ জনকে কারণ দর্শাও নোটিশ দিয়েছেন। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও গত শনিবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্রলীগের বহিরাগত দুই গ্রুপের বিরোধে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। সংঘর্ষের সময় গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির এ তিনটি সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা যায়। উল্লিখিত সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ অথবা সংগঠনসমূহের অন্তর্কলহের ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ বারবার ব্যাহত হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলসমূহ চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

সন্ত্রাস হচ্ছে, রক্ত ঝরছে, দলীয় কোন্দলে শিক্ষাঙ্গন কলঙ্কিত হচ্ছে, আর রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছেকৃত উদাসীনতায় মগ্ন থাকছে, তামাশা দেখছে- যা অত্যন্ত নিন্দনীয় মানসিকতা। এই মানসিকতা পরিহার করার উদ্যোগ কি কখনোই নেয়া হবে না? অনন্তকাল ধরেই কি তবে আমাদের এমন দৃশ্য দেখে যেতে হবে?

ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত অপদেবতারা শুধু শিক্ষার পরিবেশকেই কলুষিত করছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমকেও টুটি টিপে হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নকাজ এই চাঁদাবাজ ছাত্র নেতারা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ১০/১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আর্টস ফ্যাকাল্টি, ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ উন্নয়ন, ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে ফরেস্ট্রি ভবন পুনঃ মেরামত এবং ৪২ লাখ টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন। চাঁদাবাজির কারণে এই সকল প্রকল্প কাজে অচলাবস্থা নেমে এসেছে। শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের দুটি গ্রুপ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই চাঁদাবাজি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ এ সকল চিহ্নিত চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদাসীন, পুলিশ প্রশাসন নিস্পৃহ, আর সংশ্লিষ্ট দল ও সংগঠন- নির্বাক। এই যদি হয় বাস্তবতা তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালু রাখা যাবে কিভাবে, স্বাভাবিক কার্যক্রমই বা চলবে কিসের জোরে?

ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে যে দৈত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই দৈত্যের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মুক্ত করা না গেলে অবস্থার উন্নতি আশা করা যাবে না। আর এই দৈত্যের প্রাণ-ভোমরা হচ্ছে রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল যদি ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে, আশ্রয়-প্রশ্রয় মদদ-উস্কানি দেয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে ছাত্র রাজনীতির অপদেবতারা শক্তিহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। রাজনৈতিক দলের লেজ হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকাকে যদি খর্ব করা যায় তাহলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

রাজনৈতিক দলগুলো কি এ ব্যাপারে এখনো উপেক্ষা দেখাবেন? ছাত্র সংগঠনের নামে কিছু গুন্ডা-পাণ্ডা-চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী-অপরাধীচক্র লালন করার অসুস্থ কালচার এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আর কতকাল চালিয়ে যাবেন? সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্যপীড়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য হলেও আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অনুরোধ করবো। অন্তত ৬ মাসের জন্য হলেও এমন একটা উদ্যোগ কি গ্রহণ করা যায় না?